তারিখ 19 DEC 2002
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

দৈনিক
জনকণ্ঠ

ঢাবি শিক্ষক সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনীতি সরগরম

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

আগামী ৩১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনীতি সরগরম হয়ে উঠেছে। ইতোমধ্যেই বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত সাদা দল এবং আওয়ামী লীগ সমর্থিত নীল দল তাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে প্রচারে নেমেছে। বাম সমর্থিত গোলাপী দল শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে না। শনিবার মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার দিন।

জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচন বড় ধরনের কোন নির্বাচন না হলেও জাতীয় রাজনীতিতে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। স্বৈরাচার এরশাদ পতন আন্দোলনে এই সমিতির প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ তার প্রমাণ। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির যে ভূমিকা তা আজও মানুষ মনে করে। তবে ইদানীং এর গুরুত্ব কিছুটা কমে গেছে। দলীয় সঙ্কীর্ণতাই এর প্রধান কারণ বলে অনেকে মনে করেন। তারপরও শিক্ষক সমিতির গুরুত্ব অনেক। বর্তমান সময়েও এর গুরুত্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের মুক্তির দাবিতে ঢাবি শিক্ষক সমিতি আজ বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেবে। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন সঙ্কটময় মুহূর্তে এই সমিতি কথা বলে থাকে। তাই এই সমিতিকে সব সময়ই গুরুত্বসহকারে দেখা হয়। আর এ জন্যই এই নির্বাচনে জয়ের জন্য সাদা ও নীল দল উঠেপড়ে লেগেছে। এবারের নির্বাচনে লড়াইও হবে হাড্ডাহাড্ডি। কারণ উভয় দলই তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিক্ষকদের প্রার্থী করেছেন। ১৫টি পদের এই নির্বাচনে প্রার্থী তালিকায় নীল দলের শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন সভাপতি পদে কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক কাজী শহীদুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক পদে প্রাণরসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন (কর্নেল তাহেরের ছোট ভাই)। এ ছাড়া অন্যান্য পদের মধ্যে রয়েছেন সহসভাপতি পদে অধ্যাপক হোসেন মনসুর যুগ্ম সম্পাদক পদে আইন অনুষদের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মিজানুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ পদে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক খায়রুল হোসেন (সমিতির সাবেক কোষাধ্যক্ষ)। কার্যকরী সদস্য পদেও জনপ্রিয় শিক্ষকরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী, সাবেক প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক মোঃ শাহাদত আলী, সমিতির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক আরআইএম আমিনুর রশীদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আআমস আরেফিন সিদ্দিক, পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা চৌধুরী, সমিতির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শরিফউল্লাহ ভূঁইয়া, অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী, খন্দকার বজলুল হক অধ্যাপক নাজমা শাহীন। সাদা দলও প্রার্থিতার ক্ষেত্রে পিছিয়ে নেই। তারাও দলের সবচেয়ে জনপ্রিয় শিক্ষকদের প্রার্থী করেছে। সাদা দলের সভাপতি পদে সামাজিক অনুষদের ডিন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ইয়ারুল কবীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এ ছাড়া অন্যান্য পদে যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছে। সহসভাপতি পদে সমিতির বর্তমান ভারপ্রাপ্ত সভাপতি অধ্যাপক আবুল খায়ের, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদে অধ্যাপক লুৎফর রহমান, কোষাধ্যক্ষ পদে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সদস্যপদে রয়েছেন জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন সাইয়াদ সালেহীন কাদরী আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক তাসলিমা মনসুর, অধ্যাপক মাহমুদ হাসান, আবু আহমেদ, সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নুরুল আমিন বেপারী, তাহমিনা আখতার টম্পি, অধ্যাপক আতাউর রহমান, অধ্যাপক বদরুল আলম, অধ্যাপক সহিদুর রহমান, অধ্যাপক তাসমেরী এসএ ইসলাম। উভয় দলের শিক্ষকরা আজ মনোনয়নপত্র জমা দেবেন। তবে নির্বাচনী প্রচার আগে থেকেই শুরু হয়ে গেছে। ক্যাম্পাসে এই বিষয়টি এখন বেশি আলোচিত হচ্ছে। নীল দলের শিক্ষকরা নির্বাচনকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিয়েছেন। সরকারও বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসনের ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে তাঁরা প্রচার চালাচ্ছেন। ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনকে গ্রেফতার ও অধ্যাপক মেসবাহ কামালের বাসায় পুলিশী তল্লাশীর বিষয়টি শিক্ষক সমাজের ওপর সরকারের প্রচণ্ড চাপ হিসাবে উল্লেখ করে তাঁরা প্রচার চালাচ্ছেন। তা ছাড়া এই বিষয়টি নীল দলের জন্য 'প্লাস পয়েন্ট' হিসাবে বিবেচিত হবে বলে অনেক শিক্ষক মন্তব্য করেছেন। তা ছাড়া গোলাপী দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করলে নীল দলের প্রতি সমর্থন জানাবে বলেও অনেকে মন্তব্য করেছেন। তবে সাদা দলের শিক্ষকরাও প্রচারে পিছিয়ে নেই। তাঁরা বর্তমান সরকার ও প্রশাসনের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কথা বলে প্রচার চালাচ্ছেন। বিশেষ করে তরুণ শিক্ষকদের এ ব্যাপারটি দ্বারা বেশি প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে। কাদের পাল্লা ভারি তা এখনও নিশ্চিত করে কেউ বলতে পারছেন না। তবে প্রার্থী দেখে অনেকে নানা ধরনের মন্তব্য করছেন।

সাদা ও নীল দলের প্রার্থী ঘোষণা

১২শ' শিক্ষক তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে নেতা নির্ধারণ করবেন। এক বছরের জন্য এই কমিটি নির্বাচিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।